সমকাল

তারিখ 10 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিরা ■ সমকাল

তারুণ্যের আলো 'বর্ণমালা ইশকুল'

■ শৈবাল আচার্য্য, *চট্টগ্রাম*

রিয়া আক্তার। বয়স ১০। তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। বাবা মো. সবুজ পেশায় টমটম চালক। মা আনোয়ারা বেগম বাসা-বাড়িতে কাজ করেন। দু'জনের সামান্য আয় দিয়েই চলে পাঁচ সদস্যের এ পরিবার। তাই ইচ্ছা থাকলেও রিয়া ভর্তি হতে পারেনি কোনো স্কুলে। পাশের বাসার ছোট শিশুদের স্কুলে যেতে দেখলে পড়তে চাইত সে। খাতা-কলম নিয়ে এটা-সেটা আঁকত। দেরিতে হলেও তার পড়ার ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ শিক্ষার্থী পরিচালিত 'বর্ণমালা ইশকুল'। এ স্কুলেই বিনা খরচে এখন চলছে রিয়ার পড়ালেখা। একই স্কুলে পড়ছে তার আরও দুই ভাই-বোনও।

শুধু রিয়াই নয়; তার মতো অর্ধশতাধিক দরিদ্র পরিবারের সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু বর্ণমালা ইশকুলে পড়ছে। স্কুলে পড়া এ শিক্ষার্থীরা নিম্নআয়ভুক্ত পরিবারের। এখানে একাডেমিক শিক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্য, প্রযুক্তিসহ নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। এ তরুণরা শিশুদের মনে বুনে দিয়েছেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বৈমানিক, বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন। নগরীর চকবাজার থানার দেবপাহাড় বস্তি এলাকায় একটি খোলা মাঠে চলে বর্ণমালা ইশকুল। সম্প্রতি স্কুলটি পরিদর্শনে আসেন ব্রিটিশ কাউন্সিল-অ্যাকটিভ সিটিজেনের ১৪ জনের একটি প্রতিনিধি দল। বিশ্বের ৭টি দেশের প্রতিনিধি ছিলেন এ দলে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ১২ শিক্ষার্থী প্রতিদিন ক্লাস শেষ করে বর্ণমালা ইশকুলে পড়াতে আসেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন– ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাফিউ আহমেদ, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রোকন উদ্দিন মাহমুদ ও ফাহিম হাসান, লোক প্রশাসন বিভাগের এসকে ফিরোজ আহমেদ, বাংলা বিভাগের আবদুল হান্নান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের নাইম হোসাইন, সাইফা মোস্তারি রিফা, মিরাজ আহমেদ, সাদিয়া সুলতানা, ফারহানা ইসলাম তানিয়া, জোবায়ের চৌধুরী ও আফতাব ইভান।

'বর্ণমালা ইশকুলের সমন্বয়কারী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী রাফিউ আহমেদ বলেন, 'সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্বপ্ন দেখাতেই এ উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।' বর্ণমালা ইশকুলের শিক্ষিকা সাইফা মোস্তারি রিফা সমকালকে বলেন, 'পথশিশুদের ক্লাস নিতে পেরে আমি নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত। পড়ালেখায় থাকলে এসব শিশু নিজেদের খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারবে।'